গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জেলা-ব্র্যান্ডিং কৌশল

District Branding Strategy

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

আশ্বিন ১৪২৪/সেপ্টেম্বর ২০১৭

মুখবন্ধ

১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়। অর্থনৈতিক বঞ্চনা থেকে মুক্তিলাভ ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়া-ই ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম উদ্দেশ্য। সীমাহীন শোষণ আর বঞ্চনাকে পেছনে ফেলে ক্রমাগতভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধন করেছে বাংলাদেশ। উন্নয়নের এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা এবং দেশের প্রতিটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্ভাবনার যথাযথ বিকাশ। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলার কোনো না কোনো বিশেষত্ব রয়েছে। কোনো জেলা পর্যটনের জন্য, কোনো জেলা বিশেষ কোনো পণ্যের জন্য, আবার কোনো জেলা সাংস্কৃতিক ও লোকজ ঐতিহ্যের জন্য বিখ্যাত। একটি জেলার স্বাতন্ত্র্য এবং সম্ভাবনাসমূহকে বিকশিত করার মাধ্যমে জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। আর এ-লক্ষ্যকে সামনে রেখেই জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের সার্বিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণীত এবং বাস্তবায়িত হবে। বাংলাদেশে জেলা-ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমকে সকল জেলায় একটি অভিন্ন কাঠামোর আওতায় নেয়ার লক্ষ্যে 'জেলা-ব্র্যান্ডিং কৌশল' প্রণয়ন করা হয়েছে।

জেলা-ব্র্যান্ডিং বাস্তবায়নের অন্যতম অংশীজন--জেলার জনসাধারণ। তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছাড়া এই কার্যক্রমে কাঙ্ক্ষিত সফলতা আসবে না। এছাড়া একটি জেলাকে ব্র্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে সেই জেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে বিবেচনায় নেয়া জরুরি। অধিকন্তু, এ-কার্যক্রমকে টেকসই করার লক্ষ্যে একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। এই কৌশলে জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের পরিকল্পনা প্রণয়নসহ এর বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার দিকনির্দেশনা রয়েছে।

এ কৌশলটি প্রণয়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে; বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগনণের নিকট থেকে লিখিত মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। ব্র্যান্ড-বিশেষজ্ঞ, সুশীল সমাজ ও অন্যান্য অংশীজনের অভিমত গ্রহণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রাপ্ত অভিমত ও সুপারিশসমূহ কৌশলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং এটুআই প্রোগ্রামসহ এই দলিলটি প্রণয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং প্রত্যেকটি জেলার জনপ্রতিনিধি, সুশীলসমাজ, উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী সংগঠন, যুবসমাজ, নারী সংগঠন, সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসহ সকলের অংশগ্রহণ জেলা-ব্র্যান্ডিং আন্দোলনকে বেগবান করবে, যা বর্তমান সরকারের ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের রূপকল্প বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা রাখবে।

(মোহাম্মদ শফিউল আলম)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব।